

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩

(১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন)

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, উহাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তত্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, উহাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তত্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক
অন্যান্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম খন্ড

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত

শিরোনামা ও

প্রবর্তন

১। (১) এই আইন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১লা ভাদ্র, ১৪০০ বাং মোতাবেক ১৬ই আগষ্ট, ১৯৯৩ ইং তারিখ হইতে
কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অর্থায়ন ব্যবসা” অর্থ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা;

(খ) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ এমন নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে,
যাহা-

(অ) শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা গৃহায়ণের জন্য ঋণ এবং আগাম প্রদান করে; বা

(আ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার, ষ্টক, বণ্ড,
ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার ষ্টক বা সিকিউরিটিজ বা বাজার-জাতকরণের উপযোগী
অন্যান্য সিকিউরিটিজের দায় গ্রহণ, অধিগ্রহণ, বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগ
সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে; বা

(ই) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইজারাদানসহ কিস্তিবন্ধী লেনদেনের ব্যবসা করে; বা

(ঈ) প্রচেষ্টা মূলধনে (Venture capital) অর্থায়ন করে; এবং

মার্চেন্ট ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩, মিনিয়োগ কোম্পানী, মিউচুয়াল এসোসিয়েশন, মিউচুয়াল কোম্পানী, লিজিং কোম্পানী অথবা বিল্ডিং সোসাইটি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “আমানত” অর্থ সুদের ভিত্তিতে কোন আর্থিক কর্জ অথবা প্রিমিয়ামসহ পরিশোধযোগ্য কর্জ, কিন্তু কোন কোম্পানী বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে ঋণপত্র বা অন্য কোন সিকিউরিটি ইস্যু করার শর্তে প্রদত্ত কর্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঘ) “আমানতকারী” অর্থ নিজ অথবা অন্যের দ্বারা আমানতকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তি;

(ঙ) “ঋণ সুবিধা” অর্থ-

(অ) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আগাম ঋণ এবং অন্যান্য সুবিধাদি মঞ্জুর বা গ্রাহকের পক্ষে উহা কর্তৃক দায় বহন করার প্রতিশ্রুতি;

(আ) কোন গ্রাহকের পক্ষে তাহার অন্যান্য দায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করা;

(চ) “কোম্পানী” অর্থ Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

(ছ) “কোম্পানী আইন” অর্থ Companies Act, 1913 (VII of 1913);

(জ) “নিরীক্ষক” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও লেনদেন নিরীক্ষার জন্য এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়োজিত কোন ব্যক্তি;

(ঝ) “পরিচালক” অর্থ এমন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে যাহার নির্দেশ বা আদেশ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কোন দায়িত্ব পালন করেন এবং বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত পরিচালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঞ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ট) “বাংলাদেশ ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 126 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank;

(ঠ) “বিনিয়োগ কোম্পানী” অর্থ যে কোম্পানী মূলতঃ বা সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য কোম্পানীর সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়ে নিয়োজিত, এবং যে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা আশি ভাগ কোন সময় অন্যান্য কোম্পানীতে বিনিয়োজিত থাকে উহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কোন ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী বা সংস্থা, যাহা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য, ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ড) “বিল্ডিং সোসাইটি” অর্থ প্রমিত সোসাইটিকে বুঝাবে যাহা গৃহ নির্মাণ এবং সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সঞ্চয় গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করে;

(ঢ) “ব্যক্তি” অর্থ কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকেও বুঝাবে;

(ণ) “ব্যাংক কোম্পানী” অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) এর অধীন স্থাপিত ব্যাংক কোম্পানী;

(ত) “মার্চেন্ট ব্যাংক” অর্থ যে ব্যাংক অন্য কোন সংস্থা বা কোম্পানীর সিকিউরিটিজের দায় গ্রহণ করে এবং অনুরূপ গ্রাহকের একীভূতকরণ কিংবা অন্য বাণিজ্যিক উদ্যোগে পরামর্শ দান করে;

(থ) “মিউচুয়াল এসোসিয়েশন” অর্থ এমন সঞ্চয়ী সংঘকে বুঝাবে যে সঞ্চয়ী সংঘ কোন মূলধন ষ্টক ইস্যু করে না এবং যাহার আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতাগণ উহার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী;

(দ) “মিউচুয়াল কোম্পানী” অর্থ এমন সংস্থাকে বুঝাবে যে সংস্থা মূলধন বিহীন এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অনুপাতে মালিক-গ্রাহকদের মধ্যে যাহার নীট মুনাফা বন্টন করা হয়;

(ধ) “লিজিং কোম্পানী” অর্থ এমন কোম্পানীকে বুঝাবে যে কোম্পানী উহার ব্যবসা বা ব্যবসার অংশ হিসাবে যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম ইজারা প্রদান করে বা এইরূপ ইজারা কার্যে অর্থায়ন করে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় খন্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, ইত্যাদি

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স

৪। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশে কোন অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিবে না।

(২) এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রবর্তন হইতে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে এই ধারার অধীন লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা চালাইয়া যাইতে বাধা হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি-

(ক) এই ধারার অধীন উহার আবেদন বিবেচনাধীন থাকে, বা

(খ) লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে না এই মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উহাকে নোটিশের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে।

(৩) এই ধারার অধীন লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রস্তাবিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা:-

(ক) আর্থিক অবস্থা;

(খ) ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য;

(গ) মূলধন কাঠামোর পর্যাপ্ততা ও উপার্জনের সম্ভাব্যতা;

(ঘ) সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী;

(ঙ) জনস্বার্থা

(৪) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক উহার বিবেচনায় সংগত যে কোন শর্তসাপেক্ষে প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময় শুনানীর সুযোগ দিয়া যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের যে কোন শর্ত পরিবর্তন এবং নূতন শর্তের সংযোজন করিতে পারিবে।

**অর্থায়ন
ব্যবসায়
নিয়োজিত
সন্দেহভাজন
ব্যক্তি
সম্পর্কে
তদন্ত**

৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় বা উক্ত ব্যাংকের এই মর্মে বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর বিধান লংঘনক্রমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক,-

(ক) উক্ত ব্যক্তির দখলে, জিম্মায় বা নিয়ন্ত্রণে আছে এমন কোন তথ্য, দলিল, নথিপত্র, বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র উহার নিকট দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) উক্ত ব্যক্তির যে কোন অংগনে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে এবং সংশ্লিষ্ট দলিল, নথিপত্র, বহি এবং হিসাব ও রেকর্ডপত্র আটক করিতে যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

**ন্যূনতম
মূলধন**

৬। (১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মূলধন কত হইবে উহা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন ও উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ন্যূনতম মূলধনের কম হইলে উহাকে এই আইনের অধীন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩
লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না এবং বিদ্যমান লাইসেন্স, যদি থাকে, বাতিল যোগ্য হইবে।

শাখা খোলার উপর বাধা- নিষেধ

৭। (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও উহার কোন শাখা বা অফিস খুলিতে পারিবে না এবং বিদ্যমান শাখা বা অফিসের স্থান পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা বা অফিস খোলার আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৪(৩) এ উল্লেখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে বিবেচনা করিয়া অনুমতি প্রদান করিবে বা আবেদন বাতিল করিবে এবং এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

লাইসেন্স বাতিলকরণ

৮। (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত কারণে বাতিল করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল সে কার্যক্রম পরিচালনা না করা;

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন বা কার্যক্রম বন্ধ করা;

(গ) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা দলিল সরবরাহ করা;

(ঘ) আমানতকারীদের স্বার্থ হানি হয় এরূপভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা;

(ঙ) উহার সম্পদ আমানতকারীদের দায় পরিশোধে অপര്യാপ্ত;

(চ) ন্যূনতম মূলধনের অপেক্ষা কম পরিশোধিত মূলধন সংরক্ষণ করিয়া উহার পরিচালনা করা;

(ছ) লাইসেন্সের শর্ত ভংগ করা;

(জ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বা উহার কোন পরিচালক দণ্ডিত হওয়া।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে অনূর্ধ্ব ১৫ দিনের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কেন উহার লাইসেন্স বাতিল করা হইবে না তজ্জন্য কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(৩) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হইলে তাত্ক্ষণিকভাবেই উহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জানাইতে হইবে এবং বাতিলকরণের